তিস্তা সড়ক সেতু

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

সড়ক বিভাগ

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

তারিখঃ ৫ আশ্বিন ১৪১৯ বঙ্গাব্দ
২০ সেপ্টেম্বর ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ০১ জুলাই ২০০১ তারিখ
তিস্তা সড়ক সেতুর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন

পটভূমি

তিস্তা নদী কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট জেলাকে রংপুর বিভাগের অন্যান্য জেলা হতে পৃথক করে রেখেছে। রংপুর জেলার উপর দিয়ে এ দুটি জেলার সাথে রাজধানী ঢাকাসহ অন্যান্য জেলার সড়ক যোগাযোগ বিদ্যমান। কুড়িগ্রাম জেলার সোনাহাট স্থলবন্দর ভারতের আসাম রাজ্যের সাথে এবং লালমনিরহাট জেলার বুড়িমারী স্থলবন্দর ভারত, নেপাল ও ভূটানের সাথে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের যোগসূত্র স্থাপন করেছে। বাংলাদেশের অন্যান্য অংশের সাথে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে তিস্তা নদীর উপর একটি সড়ক সেতু নির্মাণ ছিল এ অঞ্চলের আপামর জনসাধারণের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন।

১৮৭৯ সালে তিস্তা নদীর উপর রেল যোগাযোগ স্থাপনের জন্য ৬৪২ মিটার দীর্ঘ স্টীল ট্রাস রেল সেতু নির্মিত হয়। রেল সেতুর একটি স্প্যান ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বিধ্বস্ত হয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই দেশের যুদ্ধ বিধ্বস্ত রেল ও সড়ক সেতু পুনর্নির্মাণের সময় তিস্তা রেল সেতুটির স্প্যানও পুনর্নির্মাণ করা হয়। পরবর্তিতে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর উল্লেখিত রেল সেতুর উপর কাঠের ডেকিং স্থাপন করে সড়ক পথে বুড়িমারী ও সোনাহাট স্থল বন্দরের সাথে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করে। ক্রমবর্ধমান একমুখী ট্রাফিকের বিপরীতে রেলসেতুর উপর নির্মিত কাঠের ডেকিং সময়ের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হচ্ছিল না। এ অবস্থা হতে উত্তরণে তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০১ সালের ০১ জুলাই তিস্তা নদীর উপর পৃথক একটি সড়ক সেতু নির্মাণের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

দীর্ঘদিন সেতুটি নির্মাণের কোন অগ্রগতি হয়নি। ২০০৭ সালের আগস্ট মাসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং Kuwait Fund for Arab Economic Development (KFAED) এর যৌথ অর্থায়নে রংপুর-কুড়িগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের ২১তম কিলোমিটারে তিস্তা নদীর উপর ৭৫০ মিটার দীর্ঘ সড়ক সেতু নির্মাণ কাজ শুরু হয়। রংপুর অঞ্চলের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দ্রুত প্রসারের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার জনগুরুত্বপূর্ণ এ সেতুর নির্মাণ কাজ অগ্রাধিকারভিত্তিতে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করে। এ সরকারের সময়োপযোগী ও বাস্তবমুখী উদ্যোগ গ্রহণের ফলে সেতুটির নির্মান কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হয়েছে।

এ সেতুটি চালু হওয়ায় কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট জেলার সাথে বিভাগীয় শহর রংপুরসহ দেশের অন্যান্য অংশে চলাচলকারী যানবাহনের যাতায়াত সময় হ্রাস পাবে এবং ব্রহ্মপুত্র, ধরলা, দুধকুমার, ফুলকুমার, গঙ্গাধর ও তিস্তা নদী বেষ্টিত এ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

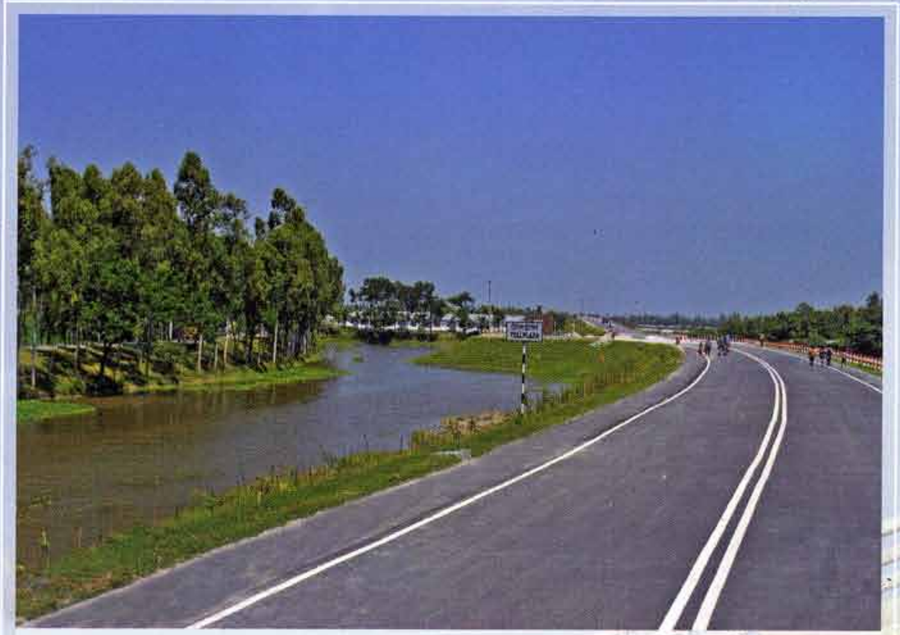

এ্যাপ্রোচ সড়ক

বিদ্যুতের পোলসহ তিস্তা সেতু

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

প্রকল্প বাস্তবায়নকারী	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
প্রকল্পের নাম	৩-সেতু নির্মাণ প্রকল্পের আওতাধীন রংপুর-কুড়িগ্রাম জাতীয় মহাসড়কের ২১তম কিলোমিটারে তিস্তা নদীর উপর ৭৫০ মিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ
প্রকল্প ব্যয়	১২২.০৯৭২ কোটি টাকা
অর্থায়ন	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও Kuwait Fund for Arab Economic Development (KFAED)
পরামর্শক প্রতিষ্ঠান	Bangladesh Consultant Ltd., The Associated Engineering Partnership Kuwait, STUP Consultant, India (BCL-TAEP-STUP JV)
নির্মাতা প্রতিষ্ঠান	Al-Amin Construction Co. Ltd. Bangladesh, Dealim Industrial Co. Ltd., Korea, Associated Construction Co. Kuwait
সেতুর ধরণ	আরসিসি ক্যাশনের উপর প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট গার্ডার সেতু
স্প্যান সংখ্যা	১৫
সেতুর দৈর্ঘ্য	৭৫০ মিটার (১৫ @ ৫০ মিটার)
গার্ডার সংখ্যা	প্রতি স্প্যানে ৫টি করে সর্বমোট ৭৫টি
সেতুর প্রস্থ	১২.১০ মিটার
মূল ক্যারিয়েজওয়ের প্রস্থ	১০.৩০ মিটার
ফুটপাথের প্রস্থ	০.৯০ মিটার (উভয় পার্শ্বে)
এ্যাপ্রোচ সড়ক	২.২৯২ কিলোমিটার লালমনিরহাট প্রান্ত- ১.১২০ কিলোমিটার রংপুর প্রান্ত- ১.১৭২ কিলোমিটার
পিয়ার সংখ্যা	১৪
এবাটমেন্ট সংখ্যা	০২
ফাউন্ডেশনের ধরণ	আরসিসি ক্যাশন (RCC Well Foundation)
সুপারস্ট্রাকচারের ধরণ	Prestressed Concrete I Girder
ডেক স্লাবের ধরণ	RCC Deck Slab over Post Tensioned PCI Girder
গার্ডারের দৈর্ঘ্য	৪৮.৮৫ মিটার
ক্যাশনের গভীরতা	২২.১০ মিটার - ২৪.১০ মিটার
গাইড বাঁধের ধরণ	গাইড বাঁধ জিও টেক্সটাইল এবং সিমেন্ট কনক্রীট ব্লক
নদী শাসন	৭৬০ মিটার রংপুর প্রান্ত-৩০০ মিটার লালমনিরহাট প্রান্ত-৪৬০ মিটার
টোল প্লাজার সংখ্যা	০২
বক্স কালভার্টের সংখ্যা	০৫
আন্ডারপাসের সংখ্যা	০১
কাজ আরম্ভ	আগস্ট, ২০০৭
কাজ সমাপ্ত	আগস্ট, ২০১২

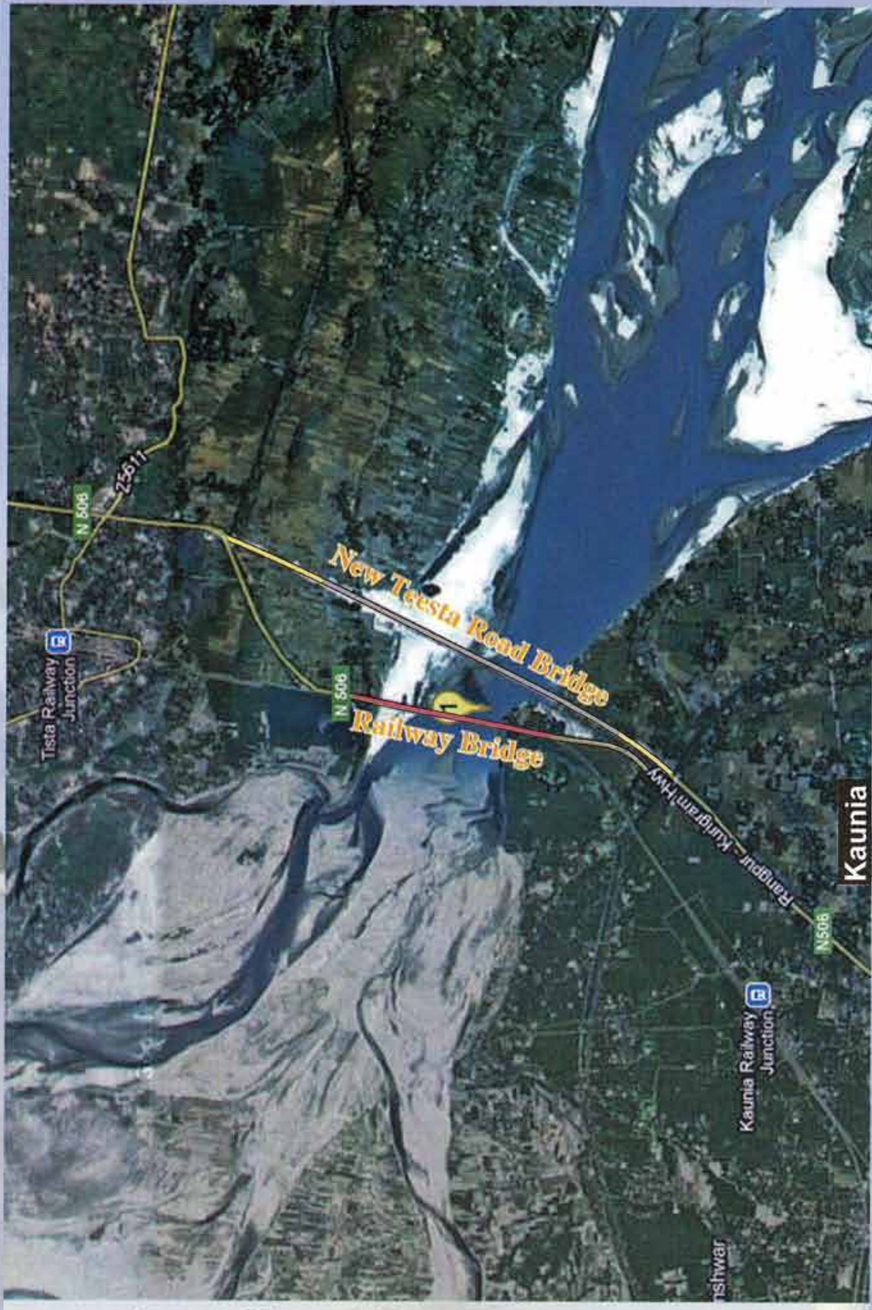

Image of Teesta Bridge **Source: Google Earth**

রেল সেতুতে স্থাপিত কাঠের ডেকিং এর উপর দিয়ে একমুখী চলাচলকারী যানবাহন

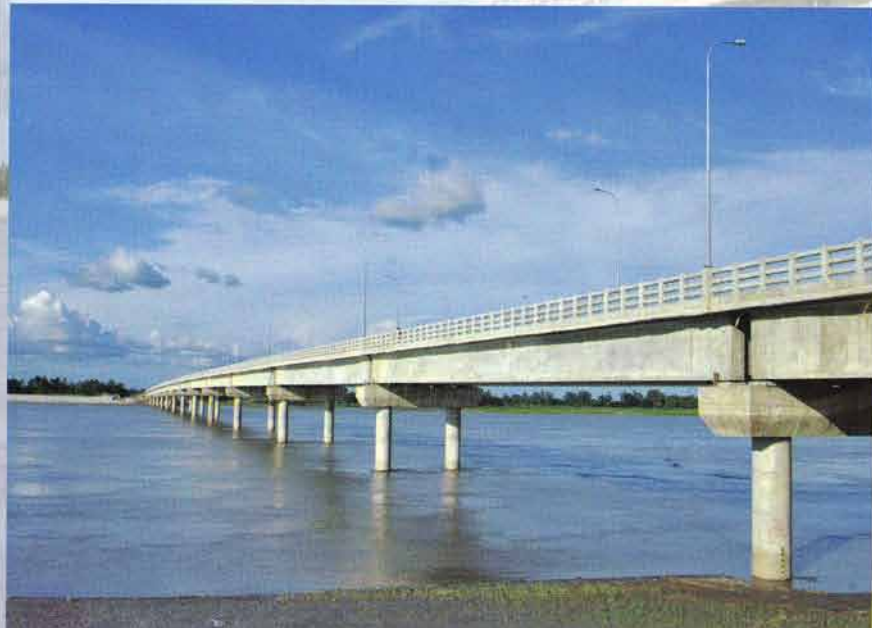

নবনির্মিত তিস্তা সেতু